গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
আইনসেল

নং- ৩৭.০৩১.০০৪.০২.০০.১৩৪.২০১০-১৫১

তারিখঃ ০৮ বৈশাখ ১৪১৮ বঙ্গাব্দ / ২১ এপ্রিল ২০১১ খ্রিস্টাব্দ

পরিপত্র

বিষয়ঃ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের শারীরিক ও মানসিক শাস্তি রহিত করা সংক্রান্ত নীতিমালা-২০১১।

দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিশু অধিকার সংরক্ষণ এবং শিশুদের মানসিক বিকাশের জন্য সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিতকরণে সরকার বদ্ধপরিকর। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের শারীরিক ও মানসিক শাস্তির ফলে একদিকে যেমন শিক্ষার পরিবেশ ব্যাহত হয়, অন্যদিকে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। শারীরিক ও মানসিক শাস্তি রহিত করা হলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আনন্দঘন পরিবেশ বজায় থাকবে এবং শিশুরা সুন্দরভাবে গড়ে উঠবে। তাই সরকার কর্তৃক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের শারীরিক ও মানসিক শাস্তি রহিত করা সংক্রান্ত নিম্নরূপ নীতিমালা প্রণয়ন করা হলোঃ-

০২। নীতিমালার শিরোনাম।- এই নীতিমালা **"শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের শারীরিক ও মানসিক শাস্তি রহিত করা সংক্রান্ত নীতিমালা-২০১১"** নামে অভিহিত হবে।

এই নীতিমালায়-

(ক) **"শিক্ষা প্রতিষ্ঠান"** বলতে-

সকল সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, নিম্ন-মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজ, উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ, কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মাদ্রাসাসহ (আলিম পর্যন্ত) সহ অন্যান্য সকল ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-কে বুঝাবে।

(খ) **"শিক্ষক"** বলতে উপানুচ্ছেদ 'ক' এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল শিক্ষক -কে বুঝাবে।

(গ) **"শিক্ষার্থী"** বলতে উপানুচ্ছেদ 'ক' এ উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষা গ্রহণকারী সকল ছাত্র/ছাত্রী- কে বুঝাবে।

(ঘ) **"কর্মকর্তা ও কর্মচারী"** বলতে উপানুচ্ছেদ 'ক' এ উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারী-কে বুঝাবে।

(ঙ) **"শাস্তি"** বলতে- কোন ছাত্র-ছাত্রী-কে 'ঙ (১) ও ঙ(২)' –এ বর্ণিত শারীরিক কিংবা মানসিক শাস্তি-কে বুঝাবে।

(১) **শারীরিক শাস্তি ঃ**

শারীরিক শাস্তি বলতে যে কোন ছাত্র-ছাত্রীকে যে কোন ধরনের দৈহিক আঘাত করাকে বুঝাবে। যেমন-

(ক) কোন ছাত্র-ছাত্রীকে হাত-পা বা কোন কিছু দিয়ে আঘাত করা/বেত্রাঘাত করা;

(খ) শিক্ষার্থীর দিকে চক/ডাস্টার বা এ জাতীয় যে কোন বস্তু ছুঁড়ে মারা;

(গ) আছাড় দেয়া ও চিমটি কাটা;

(ঘ) শরীরের কোন স্থানে কামড় দেয়া;

চলমান পৃষ্ঠা/২

(ঙ) চুল ধরে টানা বা চুল কেটে দেয়া;

(চ) হাতের আঙ্গুলের ফাঁকে পেন্সিল চাপা দিয়ে মোচড় দেয়া;

(ছ) ঘাড় ধরে ধাক্কা দেয়া;

(জ) কান ধরে টানা বা উঠবস করানো;

(ঝ) চেয়ার, টেবিল বা কোন কিছুর নীচে মাথা দিয়ে দাঁড় করানো বা হাটু গেড়ে দাঁড় করে রাখা;

(ঞ) রোদে দাঁড় করে বা শুইয়ে রাখা কিংবা সূর্যের দিকে মুখ করে দাঁড় করে রাখা;

(ট) ছাত্র-ছাত্রীদের দিয়ে এমন কোন কাজ করানো যা শ্রম আইনে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

(২) মানসিক শাস্তি ঃ

কোন শিক্ষার্থীকে শ্রেণী কক্ষে এমন কোন মন্তব্য করা যেমন: মা-বাবা/বংশ পরিচয়/গোত্র/বর্ণ/ধর্ম ইত্যাদি সম্পর্কে অশালীন মন্তব্য করা, অশোভন অঙ্গভঙ্গি করা বা এমন কোন আচরণ করা যা শিক্ষার্থীর মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে।

০৩। কোন শিক্ষক-শিক্ষিকা কিংবা শিক্ষা পেশায় নিয়োজিত কোন ব্যক্তি অথবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠদানকালে কিংবা অন্য কোন সময় ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে ২(ঙ) (১) ও (২) নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত কোন আচরণ করবে না যা শাস্তি হিসেবে গণ্য হয়। ২(ঙ) (১) ও (২) নং অনুচ্ছেদ এর অপরাধসমূহের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সংশ্লিষ্টতা পাওয়া গেলে তা ১৯৭৯ সালের সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালার পরিপন্থী হবে এবং শাস্তিমূলক অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। উক্তরূপ অভিযোগের জন্য তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর আওতায় অসদাচরণের অভিযোগে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে। প্রয়োজনে তার বিরুদ্ধে ফৌজদারী আইনেও ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

০৪। অনুচ্ছেদ ০২ এর (খ) ও (ঘ) -এ বর্ণিত ব্যক্তি যাদের ক্ষেত্রে সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯ কিংবা সরকারী কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ প্রযোজ্য নয়, তারা অনুচ্ছেদ ০২ এর (ঙ) (১) ও (২) -এ বর্ণিত অভিযোগে অভিযুক্ত হলে তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী আইনে কিংবা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আইনে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

০৫। শারীরিক ও মানসিক শাস্তি রহিত করার লক্ষে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান/ব্যবস্থাপনা কমিটি/ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ/স্থানীয় প্রশাসন/শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও এর অধীন দপ্তর, অধিদপ্তর ও শিক্ষা বোর্ড সমূহ-কে একযোগে প্রচারণামূলক কাজ করতে হবে।

০৬। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কমিটি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান, শিক্ষক-কর্মচারীগণের করণীয় ঃ

(ক) শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত পরিপত্র এবং প্রণীত নীতিমালার বাস্তবায়নে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন;

(খ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান সংশ্লিষ্ট সকল-কে শারীরিক শাস্তির কুফল সম্পর্কে অবহিত করবেন;

(গ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা/ব্যবস্থাপনা কমিটি রেজুলেশনের মাধ্যমে শারীরিক ও মানসিক শাস্তি বন্ধের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ/সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করবেন;

(ঘ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং শিক্ষা প্রশাসন সংশ্লিষ্ট মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ নিয়মিত মনিটরিং করবেন এবং নীতিমালা বাস্তবায়নে সহযোগিতা করবেন;

(ঙ) ছাত্র-ছাত্রীদের-কে পাঠ্যক্রম ও সহপাঠ্যক্রম বহির্ভূত শারীরিক পরিশ্রমের কাজ করানো যাবে না;

চলমান পৃষ্ঠা/৩

(চ) ছাত্র-ছাত্রীদের-কে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করতে উৎসাহিত করা যাবে না;

(ছ) শারীরিক ও মানসিক শাস্তির প্রকৃতি সম্পর্কে অভিভাবকদের সচেতন করতে হবে যাতে অহেতুক অভিযোগ উত্থাপিত না হয়;

(জ) শারীরিক ও মানসিক শাস্তির প্রতিরোধ বিষয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকা, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, দপ্তর, অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করবেন;

(ঝ) শিক্ষা কার্যক্রম-কে আরও আকর্ষণীয় ও আনন্দময় করার জন্য পাঠদান পদ্ধতি এবং মূল্যায়ন পদ্ধতির প্রয়োজনীয় সংস্কার করতে হবে;

০৭। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক শাস্তি রহিত করা সংক্রান্ত নীতিমালায় বর্ণিত পদক্ষেপসমূহ কার্যকর করতে প্রয়োজনীয় অর্থ সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বহন করবে।

০৮। সরকার প্রয়োজন মোতাবেক সময়ে সময়ে প্রণীত নীতিমালাটি পরিবর্ধন/ সংযোজন/বিয়োজন করতে পারবে।

০৯। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিশুদের শারীরিক ও মানসিক শাস্তি রহিত করা সংক্রান্ত নীতিমালার কঠোর প্রয়োগ এবং এ ধরনের কাজ-কে নিরুৎসাহিত করার জন্য সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং সচেতনতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করবে। ফলে ছাত্র-ছাত্রীগণ বিদ্যালয়/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়ায় আরও আগ্রহী/উৎসাহিত হবে, মেধার বিকাশ ঘটবে এবং দক্ষ মানব সম্পদ গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

১০। এ নীতিমালাটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

স্বাঃ/-
২১/৪/২০১১
(ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী)
সচিব

নং- ৩৭.০৩১.০০৪.০২.০০.১৩৪.২০১০-**১৫১(১৯)**

তারিখঃ ০৮ বৈশাখ ১৪১৮ বঙ্গাব্দ / ২১ এপ্রিল ২০১১ খ্রিস্টাব্দ

বিতরণঃ কার্যার্থেঃ

১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ/উন্নয়ন), শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২। যুগ্ম-সচিব (মাধ্যমিক/কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়/অডিট ও আইন/মাদ্‌রাসা ও কারিগরি), শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর/বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা (তাঁর অধীনস্থ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নীতিমালাটি ব্যাপক প্রচারের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো)
৪। চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/যশোর/কুমিল্লা/সিলেট/বরিশাল/দিনাজপুর/বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড/বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা (তাঁর অধীনস্থ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নীতিমালাটি ব্যাপক প্রচারের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো)
৫। উপ-সচিব (মাধ্যমিক/কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়/অডিট/মাদ্‌রাসা/কারিগরি/উন্নয়ন-১,২,৩,৪/ শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা
৬। উপ-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/সিলেট/খুলনা/ময়মনসিংহ/বরিশাল/কুমিল্লা/রংপুর অঞ্চল

অনুলিপিঃ

অবগতির জন্যঃ

১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা
২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা

(উত্তম কুমার মন্ডল)
উপ-সচিব (অডিট)
ফোন ৭১৬৪৩৩৬

E\Sha Alam\Paripatra